সংবাদ

তারিখ 18 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# আ'লীগ ও সরকার কি মিশে যাচ্ছে?

কল্যাণ সাহা

আওয়ামী লীগ ও সরকার কি মিশে যাচ্ছে? মহাজোট সরকারের প্রথম সপ্তাহ পর্যবেক্ষণের পর এ প্রশ্নই সব মহলে। গত এক সপ্তাহে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের কোন তৎপরতা নেই। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মহাবিজয়ের আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে সারাদেশে দলের সাংগঠনিক অবস্থার দিকে নজর নেই নেতাকর্মীদের। ঢাকা মহানগর থেকে শুরু করে দেশের ইউনিয়ন পর্যন্ত সরকার ও দল অনেক ক্ষেত্রেই একীভূত হয়ে পড়ছে। গত কয়েক দিনে সরকার ও দলের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে এ চিত্র পাওয়া যায়।

নির্বাচনে আকাঙ্ক্ষাহীন বিজয়ের মাধ্যমে সরকার গঠনের পর আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতারা মনে করছেন তারা তো সরকারেরই অংশ, স্বাভাবিকভাবেই দলের সাংগঠনিক অবস্থা চাঙ্গা হয়ে যাবে। সরকার গঠনের পর দলের নেতাকর্মীরা রীতিমতো হানিমুন পিরিয়ড কাটাচ্ছেন, দলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চাঙ্গা করতে কোন তৎপরতাই শুরু করেননি তারা। নির্বাচনে বিজয়ের পরপরই যথাযথ পরিকল্পনা ও নজরদারির অভাবে সারাদেশে দলের সাংগঠনিক অবস্থা অনেকটা স্থবির হয়ে পড়েছে। সাংগঠনিক তৎপরতা এখন নেই বললেই চলে। সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দল ক্ষমতায় যাওয়ার পরপরই উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উপজেলা নির্বাচনকে ঘিরে দেশের ৪৮১টি উপজেলা আওয়ামী লীগদলীয় প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে সরাসরি বিরোধে জড়িয়ে পড়েছেন নেতাকর্মীরা, তারা এখন মুখোমুখি অবস্থানে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছেন দলের নেতাকর্মীরা। প্রতি উপজেলায় চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে দলের একক প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার ঘটনা নিয়ে সারাদেশের বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে। দলীয় হাইকমান্ডের নির্দেশ অমান্য করে যারা দলীয় একক প্রার্থী নির্বাচন করেননি অথবা নির্বাচিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারণায় নামছেন না তাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে সরাসরি। এ বিষয়ে দলীয় সভানেত্রীর দুই দফা নির্দেশনাও কাজে আসছে না।

এর মধ্যে পাবনার আটঘরিয়ায় উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতিসহ ৭ জন, গাজীপুরের কাপাসিয়ায় ১ জন ও কালীগঞ্জে ১ জনকে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে কাজ না করায় বহিষ্কার করা হয়েছে। গত ১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা দেশের ৪৮১টি উপজেলায় দলের ওই ৩টি পদে দলের একক প্রার্থী মনোনয়নের নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের পর অধিকাংশ উপজেলায় কার্যকর না হওয়ায় শেখ হাসিনা গত সপ্তাহে ফের চিঠি দেন। ওই চিঠিতে দলীয় একক প্রার্থীর

মিশে যাচ্ছে : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৫

## কথা শুনছে না ছাত্রলীগ

আশরাফুল ইসলাম কচি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন সংঘাত সংঘর্ষে লিপ্ত না হওয়ার কঠোর নির্দেশ দিলেও তা অমান্য করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ক্রমেই সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সারাদেশেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের দখল কায়েম করতে গিয়ে একদিকে অন্য ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের হামলা করছে, আবার কোথাও কোথাও নিজেরাই একে অপরের ওপর হামলা করে দখল-পাল্টা দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছে ছাত্র লীগের নেতাকর্মীরা। এ প্রেক্ষাপটে নির্বাচনের পরপরই সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে।

গত ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে ব্যাপক বিজয়ের পরপরই ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিএনপি ও জামায়াতপন্থি ছাত্র সংগঠনের

ছাত্রলীগ : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৬

## ছাত্রলীগ : কথা শুনছে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মীদের তাড়িয়ে নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। এ খবর বিজয়ী মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে পৌঁছলে তিনি এসব তৎপরতা বন্ধের জন্য কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এসব হাঙ্গামা বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। তিনি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের তার বাসভবনে ডেকে পাঠান। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অন্তর্কলহ বন্ধ এবং আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে অন্য সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা যাতে আর না ঘটে সে ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। এর আগে নির্বাচনে বিজয়ের পরপরই দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা সারাদেশে দলের বিভিন্ন পর্যায়ের সংগঠন নেতাদের প্রতি নির্দেশ দেন যাতে কোন বিজয় মিছিল, আনন্দ মিছিল বের না করা হয়। অবশ্য তার নির্দেশ অনুযায়ী সারাদেশে কোথাও কোন বিজয় মিছিল বের করেনি আওয়ামী লীগসহ দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এরপর ৬ জানুয়ারি সরকার গঠনের পর দিন ৭ জানুয়ারি নতুন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন সচিবালয়ে তার অফিসে বসেই দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা জানান। তিনি প্রথম দিনেই দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেন সারাদেশে দলের বিভিন্ন পর্যায়ের দলীয় নেতাকর্মীদের কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বরদাস্ত করা হবে না। যেখানেই কেউ সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাবে তাদের কঠোর হাতে দমন করা হবে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেন।

প্রথমে শেখ হাসিনা এবং পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজ দলের নেতাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করলেও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তা কানে তোলেনি। তাদের দু'জনের এমন হুশিয়ারির পরও বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সংঘাতে লিপ্ত থাকে।

সংঘর্ষ, হলে হলে লুটপাটসহ বড় ধরনের অটন ঘটছে। এতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা দলের পাশাপাশি নেত্রীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে বলে অনেকে মনে করছেন।

৪৮ ডিসেম্বর নির্বাচনের দুই দিন পর ১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজিবহল ফিরোজের রহমান হলে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের সোহেল রানা টিপু ও সাজ্জাদ সাকিব বাদশা গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ৯ জানুয়ারি গভীর রাতে আবারও ওই দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে আহত হয় ১০ জন। আটক করা হয় ৬ জনকে। কিন্তু ছাত্রলীগ নেতাদের হস্তক্ষেপের ফলে আটক কর্মীরা ছাড়া পায়। জিয়া হলের এ ঘটনার একদিন পর ১০ জানুয়ারি গভীর রাতে ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসে গ্রুপের এক কর্মীকে সিট দেয়াকে কেন্দ্র করে ত্রিমুখী হামলা, পাল্টা হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়।

গত ৭ জানুয়ারি রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও শিবির নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় কমপক্ষে ২০ জন গুরুতর আহত হয়। এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এর একদিন পর ৯ জানুয়ারি ছাত্রলীগ ও শিবির নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় খুলনা মেডিকেল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা ও শিক্ষার্থীদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।

সর্বশেষ গত শুক্রবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয় কমপক্ষে ১০ জন। সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।

শিক্ষার্থীদের মতে, ছাত্র সংগঠনগুলোর সংঘর্ষের কারণে যেন তাদের শিক্ষা জীবন ব্যাহত না হয়। ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে তাদের সংঘর্ষে না জড়িয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে ছাত্র সংগঠনসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রয়োজন। সকলকে সঙ্গে নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

এদিকে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালনে ব্যর্থ ছাত্রলীগ। অন্যান্য সংগঠনের পাশাপাশি নিজের মধ্যেই তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। এটা মোটেও কাম্য নয়। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের উচিত শেখ হাসিনার নির্দেশ পালনের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ সভাপতি হাসান মাহমুদ রিপন বলেন, নেত্রীর নির্দেশ অমান্য করে সংগঠনের কোন নেতাকর্মী কোন রকম বিশৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল রানা টিপু বলেন, ছাত্রলীগের ভেতরে অন্য ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মীরা প্রবেশ করে এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। তিনি ছাত্রলীগের সব নেতাকর্মীকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকার আহ্বান জানান

বললেন ঢাবি'র নয়া উপাচার্য

## শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকবে প্রশাসন

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গতকাল শনিবার সকালে দপ্তরে যোগদান করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে কোনভাবেই যাতে সন্ত্রাস, অস্ত্র-গুলি না পড়ে সেজন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ দিতে প্রশাসন সব সময় সচেষ্ট থাকবে।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় প্রশাসনিক

থাকবে : পৃ: ২ ক: ৫

পাবলিক ভার্সিটিতে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ

## রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম

অনিশ্চিত